- এক শেডের যন্ত্রপাতি বা ব্যবহার্য জিনিসপত্র অন্য শেডে ব্যবহার করা যাবে না।
- জীবাণু মুক্ত করণ ঔষধ বা সাবান জীবাণুমুক্ত করতে কার্যকরভাবে সহায়তা করে বলে তা ব্যবহার করতে হবে।
- খামারে অল ইন অল আউট পদ্ধতি মেনে চলতে হবে।
- একই খামারে অথবা খামার চত্বরে হাঁস, মুরগি একসঙ্গে পালন করা যাবে না।
- খামারের মৃত মুরগি মাটিতে গভীর গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- বার্ড ফ্লু আক্রান্ত দেশ থেকে মুরগি, বাচ্চা, ডিম ও পশুখাদ্য আমদানি করা যাবে না।
- পরিচিত ও সুনির্দিষ্ট জায়গায় থেকে মুরগির বাচ্চা, ডিম ও পশুখাদ্য সংগ্রহ করতে হবে।

মুরগির মাংস ও ডিম থেকে তৈরি খাদ্যের মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায় না।

আপনার খামার পরিস্কার ও জীবাণুমুক্ত রাখুন

জীব নিরাপত্তা খরচ বাঁচায়

সচেতন হউন, দেশকে বার্ড ফ্লু মুক্ত করুন

বার্ড ফ্লু রোগ থেকে বাঁচার উপায়

"জীব নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন রোগমুক্ত খামার গড়ুন"

বার্ড ফ্লু: বার্ড ফ্লু মুরগির রোগ। এটি একটি ভাইরাসজনিত ছোঁয়াচে রোগ। সাধারণত হাঁস-মুরগি, কবুতর, বনের পাখি ও অতিথি পাখি এ ভাইরাস বহন করে ও ছড়ায়। এ ভাইরাস মুরগির ইনফ্লুয়েঞ্জা (জ্বর) বা ফ্লু সৃষ্টি করে বলে এ রোগকে বার্ড ফ্লু বলা হয়।

তীব্রতাভেদে বার্ড ফ্লু দুই ধরনের হতে পারে

অতি তীব্র রোগ

- অতি তীব্র রোগে কোন প্রকার লক্ষণ ছাড়াই অধিকাংশ মুরগির মৃত্যু ঘটে। তবে কোন কোন সময় জ্বর, ঝিমানো, এলোমেলো পালক ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যেতে পারে।

তীব্র রোগ

- হাঁস-মুরগির প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট হয়।
- মাথা এবং চোখের পাতায় পানি জমে ফুলে ওঠে (ইডিমা দেখা যায়)।
- শরীরের পালকহীন অংশ যেমন ঝুঁটি, পা ইত্যাদি স্থানে রক্তক্ষরণ ঘটে।

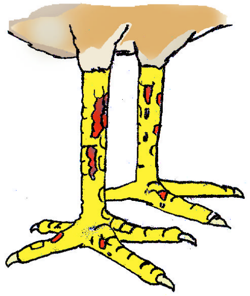

- ঝুঁটিও কালো রং ধারণ করে।

- মুরগির খাদ্যে অরুচি, অবসাদ, নেতিয়ে যাওয়া এবং ডায়রিয়া দেখা দেয়।

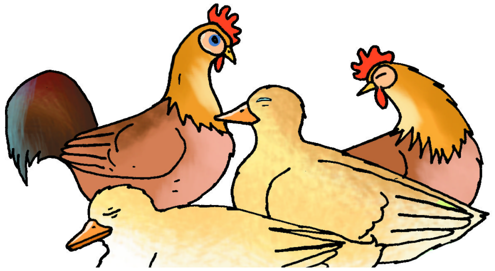

- বাড়ন্ত হাঁসের পা ও পাখা অবশ হয়ে যায়।

যে সব প্রাণীর বার্ড ফ্লু রোগ হয়

- সাধারণত হাঁস-মুরগি ও কবুতর এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়।

কখন রিপোর্ট করতে হবে

মুরগির মৃত্যু মানেই বার্ড ফ্লু নয়। বার্ড ফ্লু সনাক্ত করার জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো খতিয়ে দেখতে হবে।

- খামারে খাদ্য গ্রহণ শতকরা ২০ ভাগের বেশি কমে গেলে।
- ডিম উৎপাদন শতকরা ২০ ভাগের বেশি কমে গেলে।
- বড় খামারে দৈনিক শতকরা ১ ভাগের বেশি হারে ক্রমাগত মুরগি মারা গেলে।
- ছোট ও পারিবারিক খামারে শতকরা ৫ ভাগের অধিক হারে ক্রমাগত মুরগি মারা গেলে।

রোগ বিস্তার

- বার্ড ফ্লু-তে আক্রান্ত অসুস্থ হাঁস-মুরগি ও পাখি থেকে সরাসরি এ রোগ ছড়ায়।
- বার্ড ফ্লু-তে আক্রান্ত অসুস্থ হাঁস-মুরগি ও পাখির পায়খানা/মল এবং মুখের লালা ইত্যাদির মাধ্যমেও এ রোগ ছড়ায়।
- আক্রান্ত খামারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও কর্মীর মাধ্যমে বার্ড ফ্লু অন্যান্য খামারে ছড়ায়।

বার্ড ফ্লু রোগ থেকে বাঁচার উপায়

- কঠোর জীব-নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- খামারের চারপাশে দেয়াল অথবা বেড়া দিতে হবে, যাতে বাইরের পশু-পাখি খামারে প্রবেশ করতে না পারে।
- খামারের মূল প্রবেশপথ সব সময় বন্ধ রাখতে হবে।
- প্রতিটি পোল্ট্রি শেডের সামনে জীবাণুনাশক পানির পাত্র রাখতে হবে।
- পানির পাত্র না থাকলে জীবাণুনাশক দিয়ে হাত-পা জীবাণুমুক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।
- যারা খামারে কাজ করেন, স্বাস্থ্য সেবা দেন তাদেরকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে খামারে বা শেডে প্রবেশ করতে হবে।
- জীবাণুমুক্ত গ্লোভস, গামবুট, মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।
- খামারে কোন গাড়ি অথবা যানবাহন প্রবেশের পূর্বে সম্পূর্ণরূপে পানির স্প্রে দ্বারা কাদামাটি পরিষ্কার করে কার্যকরী জীবাণুনাশক স্প্রে করে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে।